বড়:মা

কলরূপা নিবেদিত ॥ নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ পরিবেশিত

কলরূপা প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

বড়-মা

প্রযোজনা : ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

সুরসৃষ্টি : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। গীত-রচনা : প্রণব রায়। আলোকচিত্র : বিশু চক্রবর্ত্তী। শব্দ-যোজনা : রঞ্জিত দত্ত। সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দ্দেশ : কার্ত্তিক বসু। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনা : মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও সাংগ্রীলা। পট-অঙ্কন : রামচন্দ্র সিন্ধে।

যন্ত্র-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা।

প্রচার পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

• সহকারী •

পরিচালনায় : প্রণব রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু বর্মন। চিত্রগ্রহণ : কে, এ, রেজা, নির্ম্মল মল্লিক, শঙ্কর চ্যাটার্জী। শব্দ-গ্রহণ : অনিল নন্দন ও অনিল ঘোষ। সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী ও পৃথ্বীশ। শিল্প-নির্দ্দেশ : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী। রূপসজ্জা : অনন্ত, জামাল, কার্ত্তিক। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার।

• রূপায়ণে •

সন্ধ্যারাণী। দীপ্তি রায়। সরযূবালা। লীলাবতী। জ্ঞানদা কাকতি। রমা। অজন্তা কর। বিকাশ রায়। ছবি। জহর। নীতিশ। তারা মিত্র। দ্বিজু ভাওয়াল। ভানু। শ্যাম লাহা। কেষ্টধন। ধীরাজ দাস। প্রীতি মজুমদার। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। গোকুল। মনি চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমান তিলক।

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হীরাবাঈ বরোদেকর। লতা মুঙ্গেশকর। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বড়-মা

উদীয়মান এডভোকেট সুবিমল রায়ের মোটর সন্ধ্যাবেলা কলকাতার উপকণ্ঠে এক বাড়ীর সামনে থামলো।

গাড়ী থেকে সুবিমল নেমে কি যেন ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য কেষ্টধন। সুবিমল কেষ্টকে আদেশ করে, গাড়ীটা নিয়ে তুই,— না থাক্,— আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি।

সুবিমল বাড়ীতে ঢোকে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, মেঝেতে চারদিকে জিনিস-পত্র ছড়ানো,— কাঁচের ফুলদানি ভেঙ্গে টুক্‌রো হ'য়ে পড়ে আছে। টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়, টেবিলও কে যেন তচনচ করেছে। টেবিলের ওপর তার আর নীলিমার ফটো, বিয়ের পর তোলা, সেটাকে দুমড়ে দুটুক্‌রো করে ফেলেছে। কি ব্যাপার?

দরজায় কে যেন এসে দাঁড়ালো, শব্দ হয়। সুবিমল ঘাড় ফিরে দেখে, নীলিমা দাঁড়িয়ে, চোখ মুখ রাগে জলছে!

নীলিমার মুখ দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বেরোয়—মিথ্যাবাদী! সুবিমল চম্‌কে ওঠে। নীলিমা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সুবিমলের ওপর, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় তার কোট সার্ট... গর্জ্জে ওঠে—

তোমার যে আর একজন স্ত্রী আছে, কেন সে কথা আমাকে লুকিয়েছিলে? কেন? কেন?

রাগের আতিশয্যে নীলিমা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুবিমল ধীরে নীলিমার কাছে এগিয়ে আসে, শান্তকণ্ঠে বলে, কেন লুকিয়েছিলাম জান? তাকে আর স্ত্রী বলে আমি

ভাবতে পারি না! মা হতে পারেনি ব'লে, সে স্ত্রী হ'তেও ভুলে গিয়েছে। তাই তুমি অ-দ্বিতীয়া!

ঘাড় তুলে নীলিমা বলে, কিন্তু সে প্রথমা।

সেদিন আর সুবিমল প্রথমার বাড়ীতে, তার আসল বাড়িতে ফিরতে পায় না। নীলিমা জোর ক'রে আটক ক'রে রাখে, বলে, জল্‌তে যদি হয় আমি শুধু একাই জলবো কেন, সে-ও জলুক।

নীলিমার কথা, সুবিমল তার প্রথম স্ত্রী শোভনার কাছেও লুকিয়েছিল। এবং এই লুকোচুরিতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় তার মন। অবশেষে একদিন এই লুকোচুরির মিথ্যে থেকে শোভনাই মুক্তি দিলো সুবিমলকে··· অকস্মাৎ একদিন সে নিজে গিয়ে নীলিমাকে নিয়ে এলো তার কাছে! সে শুনেছিল, নীলিমার গর্ভে আসছে তার স্বামীরই সন্তান। সন্তান লোভাতুরা নারী মা-হবার অসীম আগ্রহে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলো স্ত্রীত্বের দাবি! বিহ্বল সুবিমল শুধু বলেছিল, ভুল করলে শোভনা!

শোভনার এই ভুলকে মহা-দুঃখে পরিণত করলো নীলিমার পিসীমা। নীলিমার কোলে যেদিন এলো শিশু গোপাল, সেদিন থেকেই শোভনা সেই শিশুকে তার কাছে টেনে নিলো! সেই শিশু হ'য়ে গেল তার সব। তাকে নিয়েই মাতৃ-হৃদয় ভুলে যায় সব পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব। শোভনার সব চেয়ে বড় পরিচয়, সে গোপালের বড়-মা। গোপাল বড় হয়। দক্ষিণেশ্বরে বড়-মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে বলে, বড়-মা, আমি বড় হ'য়ে ঐরকম তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে পুজো

ক'রবো! আনন্দে দুলে ওঠে শোভনার বুক। কিন্তু সেই আনন্দের আড়ালে ক্রমশঃ দুলে ওঠে এক মহা-আশঙ্কা।

যদি গোপালকে কেড়ে নেয় নীলিমা! এবং একদিন সত্যি-সত্যিই সত্য হ'য়ে উঠলো সেই মহা-আশঙ্কা। যে ছেলের জন্যে সে সব অধিকারই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল, সেই ছেলেকে কেন্দ্র ক'রেই এলো সংসারে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের ঝড়। নীলিমা কেড়ে নিলো গোপালকে শোভনার কাছ থেকে। কিন্তু বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো গোপাল। সুরু হ'লো তার ওপর নির্য্যাতন। অবশেষে একদিন এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, গোপালের জন্যেই, গোপালের মায়া ত্যাগ ক'রে, স্বামী ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, শোভনাকে বেরিয়ে পড়তে হলো নিরুদ্দেশের পথে; যে ভালবাসা তার কেউ নিলো না, তা ভগবানকে সমর্পণ করতে।

কিন্তু যে হৃদয় শোভনা গোপালকে সমর্পণ করেছে, সে হৃদয় দিয়ে ভগবানের আরাধনা সম্ভব হ'ল না। তাই বহু তীর্থ ঘুরেও মন তার বন্দী হয়ে রইল মাতৃস্নেহের কঠিন নিগড়ে। তাই দারুণ সাংসারিক দুর্য্যোগের পর শোভনা ফিরে এলো তার হৃদয়ের তীর্থে। ফিরে পেলো তার গোপালকে।

(১)

ভগবান,
এই দুনিয়ার ঘরে ঘরে এত ফুলের বাহার আছে
ফুটল না ফুল ধরল না ফল কেন আমার
শুকনো গাছে ।
আমায় তুমি কোন দোষে বরবাদ করো
মালিক তুমি দাতা তুমি এই জীবন আবাদ করো ।
তোমার বাদল পিয়াস মিটায় জানি তোমার
দয়ার ছলে
আমার দুখের দরিয়া হায় নোনা হ'ল চোখের জলে ।
বুকভরা তাই পিয়াস নিয়ে কাঁদি সারা জীবন ভোর
আমায় দেখে হাসে কেবল বেদরদী নসীব মোর ।
কত সুখের দীওয়ালী আজ এই দুনিয়ার ঘরে ঘরে
অমার চিরাগ জ্বলল নাকো আঁধার শুধু আমার তরে ।
আমায় কেন অভাব দিলে আমি কি এই দুনিয়া ছাড়া
আমার আঁধার ঘরে কেন দিলে না হায় একটি তারা ।

(২)

মা মাগো
তোমার রূপের আলোর ভুবন আলো
মাগো আমার মা,
দেখে দেখেও সাধ মেটে না তোমার প্রতিমা ।

কোথায় পাব রত্নবেদী আমি কাঙাল ছেলে,
আমার প্রাণের পদ্মদলে দাঁড়া মা পা ফেলে ।
আমি মনের সাধে পূজব তোমায় এইতো বাসনা
মুক্তি আমি চাইলে মাগো ভক্তি দিও মোরে
তোমার মত মা পাই যেন জন্ম জন্ম ধরে
তোমার মধুর ছোঁয়ায় জুড়ায় আমার সকল বেদনা ।
মা মাগো আমার মা ॥

(৩)

ওরে ও !
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না ।
সারাজীবন বাইলাম বৈঠারে
তবু তোর মনের নাগাল পাইলাম না ।
ভাঙ্গা দড়া ছেঁড়া দড়িরে
নৌকার হালে জল আর মানে না ।
অফর বেলায় ধরলাম পাড়িরে
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না ।
গাঙের কূল কিনারা পাইলাম না
আমি আর বাইতে পারলাম না ।

(৪)

সুন্দর সরুপ জাকে, সুন্দর সিংগার কেন ।
সুন্দর নবেলি যো, পিয়াকে প্রাণ পেয়ারে ।
পূজতি মহাদেব, শিলাপার শুচিমান ।
রহস্ রহস্ গাওয়াত, তুঁহি কারতার ॥

(৫)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ননপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তিম্নৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবাণী ।
ন জানামি দানং নচ ধ্যান যোগং
ন জানামি তন্ত্রম্ নচ স্তোত্র মন্ত্রম্ ।
স জানামি পূজাং নচ ন্যাস যোগম
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবাণী ।
ন জানামি পুন্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতরং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ।

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃর পরিবেশনায়

সিঁদুর

শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার কমল মিত্র ও পাহাড়ী সান্যাল। পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

খেলা ভাঙার খেলা

পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। রূপায়ণে : সুমিত্রা দেবী, বসন্ত চৌধুরী, সবিতা, কালী বন্দ্যোঃ, অজিত বন্দ্যোঃ প্রভৃতি।

আঁধারে আলো

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন। কাহিনী : শরৎচন্দ্র। শ্রেষ্ঠাংশে : সুমিত্রা, বসন্ত, বিকাশ, যমুনা, ভানু, জীবেন, নীলিমা পদ্মা ও অন্যান্য বহু শিল্পী। পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য। সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস। পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

সিনে আর্ট প্রোডাক্সন্সের প্রথম নিবেদন

অন্তরীক্ষ

পরিচালনা : রাজেন তরফদার।

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।